২৫-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"হে মিঠে লাল -- রাত জেগে অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করো, দেহী অভিমানী হও, শ্রীমৎ বলে বাবার মতন নিরহংকারী হও"

প্রশ্নঃ- শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মার মত-ও হল খুব বিখ্যাত - কেন ?

উত্তর :- কারণ ব্রহ্মাবাবা শিববাবার একমাত্র মুরব্বী বাচ্চা। ব্রহ্মাবাবার নিজের মতের অহংকার নেই। বাবা সর্বদা বলেন - তোমরা সদা কেবল বাবার শ্রীমৎ গ্রহণ করবে, এতেই তোমাদের কল্যাণ আছে। বাবা দেখ কত নিরহংকারী, মাতাদের বলেন বন্দে মাতরম। মাতারা হলেন জ্ঞান গঙ্গা, শক্তি সেনা, তাদের আগে রাখতে হবে, রিগার্ড অর্থাৎ সম্মান করতে হবে। এতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয় ।

গান :- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে .....।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীতের প্রথম লাইন শুনল। বলা হয় যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে ....। কিন্তু সঙ্গে একত্রে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না । যারা বাবার আপন হয়েছে তারা তো সাথে আছেই। যারা বাবার আপন তারা ব্রাহ্মণ যেখানেই থাকুক তাদের জন্যে হল সর্বত্রই জ্ঞানের বর্ষা । যারা শিববাবার নাতি নাতনি রূপে শপথ করে - বাবা, আমরা সদা পবিত্র থাকব, জ্ঞান অমৃত পান করব - তাদের জন্যই হয় জ্ঞানের বর্ষা । অমৃত কোনো জল নয়, বিষের ন্যায় জ্ঞানকে অমৃত বলা হয়। সুতরাং তোমরা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায়। যাদব সম্প্রদায়, কৌরব সম্প্রদায় গায়ন আছে তাইনা - কি করেছে তারা। তোমরা পাণ্ডব, তোমাদের উপরে জ্ঞানের বর্ষা বর্ষিত হয়। বাকি কৌরব-যাদবের জন্যে জ্ঞান অমৃতের বর্ষা নয়। এই কথা বাচ্চারা জানে যে যাদব কৌরবদের সংখ্যা বেশি। পাণ্ডব সংখ্যায় খুব কম। গায়ন আছে রাম গেল, রাবণ গেল .... যাদের অনেক সম্প্রদায়। রামের সম্প্রদায় পাণ্ডব সংখ্যায় খুব কম। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট, শ্রীমৎ অনুসারে চলে যারা। এ তো হল ভগবানের গভর্নমেন্ট। কিন্তু গুপ্ত রূপে। তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে ভারতের নৌকো পার করি। যারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে তারা নিজের জীবন নৌকো পার করে। যাদব ও কৌরবদের কাছে কত মহল আছে। বাচ্চারা তোমাদের কাছে কিছুই নেই। তিন পায়ের সম পৃথিবীও তোমাদের কাছে নেই। সবকিছুই তাদের। এও গায়ন আছে যাদের তিন পায়ের সম পৃথিবী নেই তাদেরই বিজয় হয়েছে এবং তারাই বিশ্বের মালিক হয়েছে। পাণ্ডব শক্তি সেনা হল গুপ্ত। শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে জুয়া খেলা, পাণ্ডবদের রাজত্ব ছিল তাদের জুয়া খেলায় হারানো হয়, এখানে না তো রাজ্য আছে, না আছে জুয়া খেলার কথা। এইসবই হল মিথ্যা। তোমরা বরাবর পাণ্ডব হও। শিববাবা হলেন রুহানী পান্ডা। বাচ্চাদের রুহানী যাত্রা শেখাতে এসেছেন। এই ব্রহ্মা দেহের দ্বারা শ্রীমৎ দেন। যেমন শিববাবার শ্রীমতের গায়ন আছে, তেমনই ব্রহ্মারও গায়ন আছে কারণ ইনি হলেন শিববাবার একমাত্র মুরব্বী বাচ্চা। এনার দ্বারা কত মুখ বংশাবলী রচিত হয়। পবিত্রতার কঙ্কন পরিয়ে বলা হয় - যত আমার মতানুসারে চলবে ততই অতি প্রিয় হবে। তোমাদের হীরে তুল্য জীবন হবে। শিববাবা বলেন - এনার (ব্রহ্মার) আর তোমাদের কানেকশন হল আমার সঙ্গে। হীরে তুল্য জীবন তোমরা প্রাপ্ত কর তাই এখন দেহি অভিমানী হও। শিববাবাকে যত স্মরণ করবে ততই দেহী অভিমানী হবে ফলে মায়া আক্রমন করবেনা।

বাপদাদার দৃষ্টি সর্বদা বাচ্চাদের উপরে থাকে। যদি বাচ্চারা একটুও নিয়ম ভেঙে চলে তো বাপদাদার নাম বদনাম হয়। তাই শিক্ষা দিতে হয় - এমন কাজ করবেনা। যারা নাম খারাপ করে তাদের জন্যে বলা হয় সদগুরুর নিন্দুকের কোথাও স্থান নেই। এমন কোনো উল্টো কর্তব্য করবেনা। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। যে স্মরণে থাকে তাদের দেহি অভিমানী বলা হয়। দেহ অভিমানে থাকলে মায়া জোরে প্রহার করবে। খুব উঁচু এই লক্ষ্য। স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। কত ব্রাহ্মণ তৈরি হবে। গায়ন আছে ৩৩ কোটি দেবী দেবতা। বিজয় মালায় তারাই আসে যারা দেহী অভিমানী হয়। দেহ অভিমানী হওয়া অর্থাৎ মায়ার আক্রমন হওয়া। দেহি অভিমানী হওয়া অর্থাৎ বাবার আপন হওয়া। এই কথাটি খুবই সূক্ষ্ম। পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন পিতা এবং প্রিয়তম। অসীম সুখ প্রদান করেন। বলেন বাচ্চারা তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় স্বর্গ এনেছি। তোমরা শুধু শ্রীমৎ অনুসারে চল। শ্রীমৎ বলে দেহি অভিমানী হও। দেহ অভিমান তোমাদের পতিত করেছে। মায়া তোমাদের দেহ অভিমানী করেছে। রুহানী পিতাকে সবাই ভুলে গেছে। এখন বাবা এসে পরিচয় দিচ্ছেন। তোমরা নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। আমার তো কেবল শিববাবা ও বর্সা(স্বর্গের রাজত্ব) । দেহ অভিমানে আমার বললে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে পারবেনা। আমরা হলাম আত্মা - এইটি পাক্কা নিশ্চয় করো। আত্মা-ই হল পরমাত্মা .. এই যে জ্ঞানের ছাই বুদ্ধিতে ভরা আছে , সেসব বের কর। এখন দেহি অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের জীবন নৌকো পার হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলো। দেহী অভিমানী নাহলে মায়া জীবন যাত্রা বিষম করে দেবে। এমন অনেকের জীবন মায়া বিষম করেছে কারণ শ্রীমৎ অনুযায়ী চলেনি। এই হল যুদ্ধের ময়দান। তোমার কোনো কিছুতে হার মানা চলবেনা। কাম বিকারের ভূত তো একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। সেকেন্ড নম্বরে হল ক্রোধের ভূত।ক্রোধের বশে একে অপরের হত্যা করে। যাদব দের ক্রোধ বাড়বে। একেবারে যেন অসুরে পরিণত হবে। ক্রোধও হল বিরাট শত্রু। কাম শত্রুকে পরাজিত না করতে পারলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবেনা। ক্রোধ রূপী শত্রুও এমনই যা নিজেকেও দুঃখ দেয় অন্যদেরও দুঃখ দেয়। এইসবও হল ভবিতব্য। এখন যাদব, কৌরব, পাণ্ডব কি করে ? এইসব তোমরা জানো। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। এখন তোমরা দেখ পাণ্ডবদের রাজত্ব তো নেই। তিন পায়ের সম পৃথিবীও প্রাপ্ত হয়না। তাদের দেখো কত প্রতিপত্তি। তোমাদের মধ্যেও অনেক কম বাচ্চারা নারায়ণী নেশায় মত্ত থাকে। সব নেশাতে ক্ষতি হয়। দেহ অভিমানে এলে খুব ক্ষতি হয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সদা শিববাবাকে স্মরণ করো। এমন ভেবোনা যে এই ব্রহ্মা জ্ঞান দিচ্ছেন। তিনি বোঝান শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা বলেন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। এই ব্রহ্মাও আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। আমারে স্মরণ করলে আমি সাহায্য করতেই থাকব। দেহ অভিমানী হয়ে থাকলে মায়া আক্রমন করতেই থাকবে। তারপর একে অপরকে দুঃখ দেবে। এর মধ্যে দুই বিকার হল মহা শত্রু। নম্বর অনুযায়ী আছে কিনা। কাম-ক্রোধ হল প্রত্যক্ষ বিকার। মোহ-লোভ ইত্যাদি হল গুপ্ত। সুতরাং এইসব ভূতকে পরাজিত করতে হবে।

বাবা বলেন এখন তোমরা তিন পায়ের সম পৃথিবী প্রাপ্তি হয়না, তবু আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। বাবার সদা ইচ্ছে হয় বাচ্চার নাম হোক। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার সন্তান, তখন গর্বের সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। ওহো, বাবা বাচ্চাদের কত উঁচুতে স্থান দেন। লৌকিক বাচ্চারা হয় কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যারিস্টার কেউ অন্য কিছু - তখন পিতা খুশি হন । কোনো বাচ্চারা পিতা

সম্মান ধুলায় মেশাতেও দেরি করেনা। তোমাদের তো বাবার সম্মান উঁচু করতে হবে তাইনা। কুলকে কলঙ্কিত করে যে বাচ্চা তার জন্যে বাবা বলেন এর চেয়ে মৃত ভালো। এই বাবাও এরকম বলেন তোমরা কামী, ক্রোধী হয়ে ঈশ্বরীয় কুলকে কলঙ্কিত কর। বাবার কাছে বর্সা তো পুরো নেওয়া উচিত। দেখছ তো এই মাম্মা-বাবা প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হন। তাহলে কেন-না আমরাও ওনাদের সিংহাসনে বিরাজিত হই। যথাযথভাবে তোমরা মাতা পিতার সিংহাসনে বিরাজিত হও তাইনা। বাচ্চারা সিংহাসনে বসলে তারা নিজেরাই নীচে আসবেন। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলেন রাজত্ব লাভ করো। প্রজাতে যেও না। নারায়ণী নেশায় থাকা উচিত। যদিও প্রজাতেও অনেকে বিত্তবান হয়, তবুও বলা হবে প্রজা তাইনা। রাজার চেয়েও বেশি প্রজাতে সম্পদশালী হয়। এই সময় গভর্মেন্ট তো কাঙাল। ঋণ নেয় অর্থাৎ প্রজা বিত্তবান তাইনা। বাবা বোঝান তোমরা জানো ভারতের গভর্নমেন্ট এই লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন, এখন আবার হচ্ছেন। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে জীবন নৌকো পার হয়। শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। নাহলে মায়া গ্রাস করবে। অনেককে গ্রাস করেছে। যদিও এখান থেকে বেরিয়েছে, বিরাট লক্ষপতি হয়েছে। সবজি বিক্রেতা কোটিপতি হয়ে গেছে। বাবার কাছে আসে, বলে বাবা এখন ধন অনেক হয়েছে। বাবা বলেন তোমাদের উপরে অনেক বোঝা যাচ্ছে , শিববাবার কাছে তোমরা অনেক ভরণ পোষণ প্রাপ্ত করেছ। ঋণ হল কিনা, তাই খুব সাবধান। তখন তারাও বোঝে ঋণ মুক্ত হতে হবে। এমন অনেকে আছে। করাচী- তে তোমরা কন্যারা পালিয়েছিলে। সঙ্গে কিছু এনেছিলে কি ? কিছুই না। শিববাবার খাজানা বা ভান্ডার থেকে তোমাদের প্রতিপালন হয়েছে। যারা শিববাবার নামে সারেন্ডার হয়েছে তাদের দ্বারাই বাচ্চারা তোমাদের লালন পালন হয়েছে। এই বাবা কি আর জানতেন যে এরা সবাই মিলে একত্রে এখানে এসে হাজির হবে। শিববাবা তাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং ভাট্টি হওয়ার ছিল, তাই সবাই পালিয়ে এসেছে। তখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও কেউ বলিদান করেছে। অনেকে আবার পলায়নও করেছে। মায়া হারিয়েছে। মায়াও কোনো কম সমর্থবান নয়। এখন মায়াকে হারাতে হবে বাবার স্মরণ দ্বারা। যোগ শব্দটি বোলোনা। অনেক বাচ্চারা বলে যোগে বসাও। কিন্তু বসার অভ্যাস হয়ে গেলে চলতে ফিরতে তখন আর স্মরণ করতে পারবেনা। নতুনদেরও এইরূপ শেখাবেনা যে যোগে বসো। নতুন আত্মাদের তোমরা নিজের সামনে বসাও তখন তারা নাম রূপে আটকে যায়। অনুভবের আধারে বারণ করা হয়। মাতা পিতাকে কি একটি স্থানে স্মরণ করতে হয় ? তোমরা উঠতে বসতে , সার্ভিস করতে বাবাকে স্মরণ করো। বাবার সন্তান যে হবে, সে রাত্তিরে জেগেও স্মরণ করবে। এমন অতি প্রিয় বাবা যিনি বিশ্বের মালিক করেন, ওনাকে কেনই বা স্মরণ করবেনা।

পারলৌকিক পিতার কাছে অসীম সুখের ভান্ডার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন থেকে পুরুষার্থ কর , পরিশ্রম কর তবে জন্ম জন্মান্তর ঈশ্বরীয় প্রালব্ধ ভোগ কর। এমন তো নয় , সেখানে সত্যযুগে গিয়ে তোমরা এমন কর্ম কর যে রাজত্ব লাভ কর। না, এখানকার পুরুষার্থ দ্বারাই প্রালব্ধ প্রাপ্ত কর। খুব বিশাল এই পদ মর্যাদা। এমন অনেকে এসে আশ্চর্য হয়ে শুনে, ভালো ভালো বলে, পালিয়ে গেছে। অনেকে সেন্টার স্থাপন করেও পালিয়ে গেছে, পতিত হয়েছে ... কেউ সেন্টার স্থাপন করে ধীরে ধীরে পতনের দিকে গেছে। মায়া ওয়ান্ডারফুল কিনা। মায়া নাক ধরে নেয় তাই বাবা বলেন নিরন্তর স্মরণ করো। ভাবো শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এনার চেয়ে মাম্মা বেশি তীক্ষ্ণ ছিলেন। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। বাচ্চারা তোমাদেরও বুঝতে হবে যে আমরা হলাম নিরাকারী আত্মা, নিরহংকারী হতে হবে তবেই বর্সা প্রাপ্ত হবে। দেহ অভিমান আসা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। সেখানে মায়া থাকেনা। তাহলে কেনই বা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করবনা । বাবার রাইট হ্যান্ড

হয়ে যাব। তারা কারা ? যারা সেন্টার স্থাপন করে। শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, অনেকের কল্যাণ করে। কেউ সেন্টার স্থাপন করে চলেও যায়। সেসবের ফল প্রাপ্ত করে। একদিকে জমা , অন্যদিকে খালি হয়ে যায়। এইসব বাবা তো জানেন। ব্রহ্মাও জানেন। একমাত্র ব্রহ্মা হলেন মুরব্বী বাচ্চা। তোমরা সবাই হলে নাতি নাতনি। তোমরা জানো মাম্মা একনম্বরে যান। বাবা সেকেন্ড নম্বরে থাকেন। সুতরাং মাতাদের সম্মান করতে হবে। বাবা বলেন বন্দে মাতরম্। তাই বাচ্চাদেরও বন্দে মাতরম করতে হবে। মাতা না হলে উদ্ধার হবেনা। বাস্তবে সবাই হল সীতা। সবাই হল সজনী - একমাত্র সজনের অথবা সবাই হল সন্তান একমাত্র পিতার। বাবা নিজেই বলেন বন্দে মাতরম । যেমন কর্ম আমি করি, আমায় দেখে বাচ্চারা করে। তাই মাতাদের রক্ষা করতে হবে। এদের উপরে অনেক অত্যাচার হয়। কেউ বিঘ্ন স্বরূপ হলে মাতারা বন্ধনযুক্ত হয়ে যায়। পাপের ঘট এভাবেই ভরে, অসুর আক্রমন করলে পাপ আত্মায় পরিণত হয়। হচ্ছে সবই ড্রামা অনুযায়ী, যার কিছুই পরিবর্তন হয়না। কল্প পূর্বের মতন প্রত্যেকে নিজের বর্সা প্রাপ্ত করবে। সাক্ষাৎকার হয় - কে ভালো সহযোগ করেছে। শিববাবা বলেন আমি হলাম দাতা, কিছু প্রাপ্ত করিনা। যদি মনে এইরকম সঙ্কল্প আসে যে আমরা দান করি, অহংকার এলেই পতন হয়। শিববাবা বলেন তোমরা নুড়ি পাথর দিয়ে রিটার্নে কতখানি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি করো ! বাবা সর্বদা দাতা স্বরূপ। শিববাবাকে আমি দান করি - এইরূপ সঙ্কল্প কখনোই বুদ্ধিতে আসা উচিত নয়। আমি এক পয়সা দিয়ে লক্ষ প্রাপ্ত করি, ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। বাবা হলেন সদগতি দাতা, ঝুলি ভরেন যিনি। গুপ্ত দান করা উচিত, বাবাও হলেন গুপ্ত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহী-অভিমানী হয়ে মায়াকে পরাজিত করতে হবে। রাত জেগে অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) বাবার মতন নিরাকারী, নিরহংকারী হতে হবে। শিববাবাকে দান করি - এই রূপ সঙ্কল্পও যেন না আসে।

বরদান :- অলৌকিক পদ্ধতির লেন দেন দ্বারা সদা বিশেষত্ব সম্পন্ন উদার হৃদয়বান হও

ব্যাখা: যেমন কোনো মেলায় গিয়ে টাকা দিয়ে জিনিস নাও। নেওয়ার আগে দিতে হয়, তো এই রুহানী মেলায় বাবার কাছে বা একে অপরের কাছে যেমন কিছু নাও অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করো। যখন কোনো গুণ অথবা বিশেষত্ব ধারণ কর তখন সাধারণ ভাব স্বতঃই শেষ হয়ে যায়। গুণ ধারণ করলে দুর্বলতা স্বতঃই শেষ হয়। অর্থাৎ এই হয়ে যায় দেনা। প্রতি সেকেন্ড এইরূপ লেনা দেনা করায় উদার মনের অধিকারী হও তাহলে বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান - নিজের বিশেষত্ব গুলি ব্যবহার করো তাহলে প্রতি কদমে প্রগতির অনুভব হবে ।